দৈনিক
ইনকিলাব

21 APR 2003

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ সমাচার

প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপালসহ ৬০ শিক্ষকের পদ শূন্য

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া লাটে উঠার উপক্রম

নাছিম উল আলম ॥ প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপালসহ শিক্ষকের চরম সংকটের মুখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ-এর পাঠ্যক্রম এখন বন্ধের মুখে। বছরের পর বছর ধরে এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের চরম দুর্দশার পাশাপাশি লেখাপড়াও লাটে উঠার উপক্রম হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিমাসেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে শিক্ষক সংকটের জানান দিয়ে জরুরী বার্তা প্রেরণ করলেও বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন মহল এখন আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন। এমনকি গত শেষ জানুয়ারী থেকে এখানে প্রিন্সিপাল নেই। ভাইস-প্রিন্সিপালের পদটি শূন্য আরো দীর্ঘদিন যাবৎ। গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আকণ্ঠ সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চরম উদাসীনতায় পরিস্থিতির কোন উন্নতিই হচ্ছে না। মাঝে মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক সংকটসহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন শুরু করলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দৌড়ঝাপ শুরু করেন। সব সমস্যা সমাধানে ছাত্রদের আশ্বস্ত করে আন্দোলন স্থগিত করান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ও সাময়িক নড়েচড়ে বসেন। কয়েক দিনের মধ্যে সব আবার পূর্বাবস্থায়। বরিশাল মেডিকেল কলেজের শিক্ষক সংকটের আর কোন সমাধান হয় না এবং এ শিক্ষক সংকটের কারণে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরিশাল মেডিকেল কলেজের ১৫২ জন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ৯২ জন। ৬০টি পদই শূন্য। অধ্যাপকের পদের বিপরীতে একজনও পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক নেই। ৩৫টি সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে আছেন মাত্র ২৪ জন। যাদের বেশীরভাগই চলতি দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব ও পদের বিপরীতে নিয়োজিত আছেন। ৪১ জন সহকারী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে আছেন ৩৭ জন। যাদের বেশীরভাগই চলতি দায়িত্বে। অনুরূপভাবে প্রভাষক, মেডিকেল অফিসার, কিউরেটর, প্যাথলজিষ্ট ও ফার্মাসিষ্ট-এর পদগুলোও শূন্য পড়ে আছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এ একমাত্র চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে এনাটমী, ফিজিওলজী, বায়োকেমেষ্ট্রী, প্যাথলজী, মেডিসিন, সার্জারী, রেডিওলজী, রেডিওথেরাপী ও রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগে কোন অধ্যাপকই নেই। প্লাষ্টিক সার্জারী ও নেফ্রোলজী বিভাগে কোন শিক্ষকই নেই। ঐ দুটি বিষয় সম্পর্কে এখানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা কি জ্ঞান অর্জন করছে তা সকলেরই অজ্ঞাত। প্লাষ্টিক সার্জারী বিভাগে একমাত্র সহযোগী অধ্যাপকের পদটি ২০০০ সালের ২০ জুলাই থেকে শূন্য। নেফ্রোলজী বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন সহকারী অধ্যাপকের কোন পদেই শিক্ষক নেই। সার্জারী বিভাগের অধ্যাপকের ২টি পদই শূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। একজন পূর্ণাঙ্গ সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন তিনিও গত ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে চার মাসের প্রশিক্ষণে জাপানে গেছেন। অপর একজন শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বে রয়েছেন। এমনকি এ বিভাগে যে ১টি সহকারী অধ্যাপকের পদ সেখানেও যিনি রয়েছেন তিনি চলতি দায়িত্বে।

কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপকের দায়িত্বের বিপরীতে নিয়োজিত রয়েছেন সহকারী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক। একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের দায়িত্বের বিপরীতেও সহকারী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক কাজ করছেন।

মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপকের ২টি পদই শূন্য। সর্বশেষ গত ২০ জানুয়ারী ঐ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। অপর একজন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপকের ১টি পদের বিপরীতে নিয়োজিত আছেন। সহযোগী অধ্যাপকের ৩টি পদের মধ্যে ২ জনই দুটিই পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন। যার মধ্যে আবার ১ জন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপকও রয়েছেন। অপর ১টি পদ শূন্য। সহকারী অধ্যাপকের ১টি পদও সম্পূর্ণ শূন্য পড়ে আছে।

শিশু বিভাগের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। এখানে অধ্যাপকের একমাত্র পদটির বিপরীতে কর্মরত আছেন সহযোগী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ১ জন শিক্ষক। সহযোগী অধ্যাপকের ২টি পদের মধ্যে ১ জন নিয়মিত, অপরজন আছেন চলতি দায়িত্বে। সহকারী অধ্যাপকের ৩টি পদের মধ্যে শুধুমাত্র ১ জন নিয়মিত, অপর ২ জনও চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। কার্ডিওলজি বিভাগের ২টি সহকারী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে ২ জনই আছেন চলতি দায়িত্বে। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের একমাত্র অধ্যাপকের পদের বিপরীতে একজন সহকারী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মরত আছেন। সহযোগী অধ্যাপকের ১টি মাত্র পদের বিপরীতে একই অবস্থা। দু'জন সহকারী অধ্যাপকের সকলেই চলতি দায়িত্বে। প্যাথলজি অধ্যাপকের একমাত্র অধ্যাপকের পদে কেউই নেই। সহযোগী অধ্যাপকের পদেও রয়েছেন সহকারী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ১ জন শিক্ষক। সহকারী অধ্যাপকের ২টি পদের বিপরীতে ১ জন মাত্র রয়েছেন। তাও চলতি দায়িত্বে। অপর পদটিও শূন্য।

ফার্মাকোলজী বিভাগে অধ্যাপকের পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ১ জন সহযোগী অধ্যাপক। সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ ২টি শূন্য। ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপকের পদের বিপরীতে নিয়োজিত আছেন একজন সহযোগী অধ্যাপক। সহযোগী অধ্যাপকের পদে একজন নিয়মিতভাবে থাকলেও এখন তিনি কলেজ প্রিন্সিপালের কাজও দেখাশোনা করছেন। সহকারী অধ্যাপকের ২টি পদেই দু'জন আছেন চলতি দায়িত্বে।

ডারমাটোলোজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের পদে একজন নিয়মিত থাকলেও সহকারী অধ্যাপকের পদটি শূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। নিউরো মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। সহকারী অধ্যাপকের পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে।

সাইকিয়াট্রিক বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক রয়েছেন। সহকারী অধ্যাপকের পদে কেউ নেই। চক্ষু বিভাগের অধ্যাপকের পদের বিপরীতে এবং সহযোগী অধ্যাপকের পদে নিয়মিত একজন করে থাকলেও সহকারী অধ্যাপকের পদে আছেন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। ইএনটি বিভাগে একজন অধ্যাপক, ১ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ২ জন সহকারী অধ্যাপকের পদের সকলেই আছেন চলতি দায়িত্বে। রেডিওলজী বিভাগে অধ্যাপকের পদটি সম্পূর্ণই শূন্য। সহযোগী অধ্যাপকের পদেও আছেন সহকারী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক। রেডিও থেরাপী বিভাগে অধ্যাপকের পদটি সম্পূর্ণ শূন্য। সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতেও আছেন একজন সহকারী অধ্যাপক। রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগেও কোন অধ্যাপক নেই। সহযোগী অধ্যাপকের বিপরীতে আছেন একজন সহকারী অধ্যাপক। সহকারী অধ্যাপকের দায়িত্বেও আছেন একজন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। নিউরো সার্জারী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ডাঃ মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান প্রেষণে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কর্মরত। একমাত্র সহকারী অধ্যাপকের পদেও আছেন গাইনী বিভাগের একজন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক।

শিশু শৈল্য বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের ৩টি পদেই আছেন ৩ জন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। অবসঃ গাইনী বিভাগের অধ্যাপকের পদের বিপরীতে একজন নিয়মিত সহযোগী অধ্যাপক থাকলেও সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের পদে দু'জনই চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন। ইউরোলজী বিভাগের একমাত্র সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে নিয়োজিত চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত। সহকারী অধ্যাপক ডাঃ কামরুল ইসলাম গত বছর ৮ আগষ্ট থেকে তার কর্মস্থলে অনুমোদিতভাবে অনুপস্থিত আছেন। গ্যাসট্রো এ্যান্ট্রোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের দুটি পদের বিপরীতেই দু'জন চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মরত আছেন। অর্থোপেডিক সার্জারী বিভাগের অধ্যাপকের পদের বিপরীতে ১ জন কর্মরত থাকলেও সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে নিয়োজিত চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক ডাঃ পীযুষ কান্তি দাশ ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন।

অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকদের যখন এ দুরবস্থা মেডিকেল কলেজটির শিক্ষা ব্যবস্থাকে মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানের প্রভাষকসহ অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোরও বেশীরভাগই শূন্য পড়ে আছে বছরের পর বছর ধরে। এনাটমি বিভাগের ৮ জন প্রভাষকের পদের বিপরীতে আছেন মাত্র ১ জন। ফিজিওলজি বিভাগের ৫ জন প্রভাষকের পদের মধ্যে ১টি শূন্য। বায়োকেমিষ্ট্রী বিভাগের ৪টি পদের বিপরীতে আছেন মাত্র ১ জন। ঐ বিভাগের ২ জন মেডিকেল অফিসার ও বায়োকেমিষ্ট-এর পদটিও শূন্য। ফার্মাকোলজী বিভাগের ৪ জন প্রভাষকের স্থলে আছেন মাত্র ১ জন। মেডিকেল অফিসার ও ফার্মাসিষ্ট-এর পদ ২টিও শূন্য। ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক ও মেডিকেল অফিসার পদে কেউ নেই। প্যাথলজী বিভাগের ৫টি প্রভাষক পদের মধ্যে আছে মাত্র ১ জন। মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের ৫ জন প্রভাষকের পদের বিপরীতে আছেন ৩ জন। ঐ বিভাগের প্যাথলজিষ্ট-এর একমাত্র পদে কেউ নেই। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের ৩ জন প্রভাষকের মধ্যে আছেন ২ জন।

এভাবেই বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ভেঙে পড়েছে। এখানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উদ্বিগ্ন এখানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণও। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মোটেই উদ্বিগ্ন নয় বলেই মনে হচ্ছে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এ বেহাল দশা থেকে উত্তরণে সরকারের ভূমিকাই প্রধান।